আরব উপদ্বীপের তানজিম আল- কায়েদার শরীআহ্ কমিটির পক্ষ থেকে আরব উপদ্বীপের দক্ষিনের হউথি শিয়াদের সাথে যুদ্ধের বিষয়ে ফতওয়াঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

"আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না" (সূরা আল- ইমরান,আয়াতঃ১৮৭)

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) এর উপর, সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবাদের প্রতি।

إِلَى اللّهِ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা আন-নিসা,আয়াতঃ৫৯)

وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ يَسْتَنبِطُونَهُ

আর যখন তাদের কছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি- সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত! (সূরা আন- নিসা,আয়াতঃ৮৩)

ইলমের ধারকের উপর শরীআহ্ কতৃক আরোপিত ওয়াজিব সম্পন্ন করার জন্য এবং সত্যকে ঘোষনা করার ও চলমান ঘটনার উপর শরীআহর বিধিবিধান বাস্তবায়নের নিমিত্তে আরব

উপদ্বীপের তানজিম আল- কায়েদার শরীআহ্ কমিটি একটি ফতওয়া জারি করেছে। আরব উপদ্বীপের দক্ষিনে হউথি শিয়া কতৃক মুসলিমদের রক্ত,জীবন এবং সম্পদের উপর আক্রমণের বিষয়ে।

হউথিদের আক্বীদা- বিশ্বাস,অবস্থা পর্যবেক্ষন করার পর এবং হউথি কতৃক সংগঠিত ভয়ংকর অপরাধ যা নিচে বর্ণিত হলোঃ

১) নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের সম্মানের উপর আঘাত করে এবং তাঁর পরিবার ও বিশ্বাসীগনের মাতা আয়েশাকে (রাযিআল্লাহুআনহা) অভিশাপ দেয় যা থেকে আল্লাহ্ সুবহানুহুওয়াতাআলা তাকে মুক্তি দিয়েছেন।
২) রসূল সল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই শ্বশুর,উজির এবং খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহুআনহা) এবং উমর বিন আল খাত্তাব (রাযিআল্লাহুআনহা) উনাদের সকলকে হউথি শিয়ারা অভিশাপ দেয়।

৩) আনসার এবং মুহাজিরুনদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ সাহাবাদেরকে (রা) অভিশাপ দেয় যা আল্লাহ সুবহানুহুওয়াতাআলার বানীর সম্পূর্ন বিপরীত যেখানে আল্লাহ সুবহানুহুওয়াতাআলা বলেছেনঃ

عَنْهُ وَأَعَدَّ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন- কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা, (সূরা আত-তওবাহ,আয়াতঃ১০০)

৪) অস্ত্রের মাধ্যমে জোর করে রাফিজা শিয়া মাযহাব মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।
৫) মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের জমি দখল করে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী যুলুমি শিয়া বিধিমালা আরোপিত করছে।
৬) মুসলিম গ্রাম ও শরীআহ ইলমের শক্ত অবস্থানগুলো বেদখল করে নিরস্ত্র নারী,শিশুদের উপর অস্ত্রসহ আক্রমণ করছে।

এই জন্য আরব উপদ্বীপে তানজিম আল- কায়েদা এর শরীআহ কমিটির পক্ষ থেকে নিম্নে বর্নিত ফতওয়া জারি করা হলোঃ

প্রথমত, রসূল সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের সম্মান, তাঁর পরিবার ও সাহাবাগনের ইজ্জত এবং সর্বপরি মুসলিমদের জান এবং মাল রক্ষা করার জণ্য হউথিদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং

তাদের সাথে ক্বিতাল করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর বৈধ ওয়াজিব কাজ। আল্লাহ সুবহানুহুওয়াতাআলা বলেছেনঃ

لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।না” (সূরা আহযাব,আয়াতঃ৫৭)

আল্লাহ সুবহানুহুওয়াতাআলা আরো বলেছেনঃ

فَإِنِ انتَهَوا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ

আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা) (সূরা বাকারাহ,আয়াতঃ১৯৩)

بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ
اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, (সূরা বাকারাহ,আয়াতঃ১৯৪)

দ্বিতীয়ত, হউথিদের সাথে জিহাদ এবং ক্বিতাল করা যে ফরজ তা আমরা আত্মরক্ষামূলক জিহাদ যেখানে কোনও শর্ত প্রযোজ্য নয় এবং প্রমান হলো আক্রমণকারী শত্রুদেরকে থামানোর ব্যাপারে উলামাদের ইজমা। শাইখ- উল- ইসলাম ইবনে তাইয়েমিয়াহ (রহিমুল্লাহ) বলেছেনঃ “ আক্রমনাত্মক জিহাদের কথা বলতে গেলে বলা যায় এই জিহাদ দ্বীন ও সম্মান রক্ষার জন্য এইটি সর্বাপেক্ষা দৃঢ় আত্মরক্ষা। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে এইটা ওয়াজিব যা ইজমার মাধ্যমে প্রমানিত। সেকারনে ঈমান আনার পর আক্রমনকারী শত্রু যারা দ্বীন এবং পার্থিব জীবন উভয়কে ভূলন্ঠিত করে তাদেরকে প্রতিহত করা অপেক্ষা আর কোনও ফরজ নেই। তাই এই জিহাদের উপর কোনও শর্ত নেই বরং এইটাকে যতটুকু সম্ভব রক্ষা করা হয়”। আল- ফতওয়া আল- কুরবা

তৃতীয়ত হউথিরা শরীআহর বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ শক্তি যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং স্বশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত, সেইকারনে যারা হউথি যুদ্ধবাজ দলের সাথে সম্পর্কিত তাদের সকলের রক্ত হালাল এবং তাদেরকে হত্যা করতে হবে যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, যে ভূমিতে থাকুক না কেনো এবং যে অবস্থায় থাকুক না কেনো। আবু বকর সিদ্দিক (রাযিআল্লাহুআনহু) এবং সাহাবারা (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

চতুর্থত,যারা হউথিদের থেকে তওবাহ করে ফিরে এসেছে তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত

থাকা হবে। আল্লাহ সুবহানুহুওয়াতাআলা বলেছেনঃ
فَإِنِ انتَهَوا۟ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّٰلِمِينَ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা) । (সূরা বাকারাহ,আয়াতঃ১৯৩)

আরব উপদ্বীপের তানজিম আল- কায়েদার শরীআহ্ কমিটি দ্বীন ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ত,জান এবং মাল রক্ষার জন্য এই ফতওয়া জারি করলো।

আমরা আল্লাহ সুবহানুহুওয়াতাআলার কাছে দোয়া করি যাতে আল্লাহ্ মুসলিমদের সাহায্য করেন এবং বিদ্বেষপূর্ন রাফিজাদের আগ্রাসনকে প্রতিহত করেন। দরূদ এবং সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের উপর,সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবাদের প্রতি।

পরিবেশনায়

আনসারুল্লাহ বাংলা টিম

http://bab-ul-islam.net/